



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

জামা'আতুল মুজাহিদ্দীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব



কাবুল বিজয়ে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতি অভিনন্দন

তারিখ: ১৪ মুহররম, ১৪৪৩ হিজরী । ২২ আগস্ট, ২০২১ ঈসাব্দী

বিবৃতি নং- জিম.মিম_১৪৪৩_০০১

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর জন্য, যিনি ‘আল-আজিজ’; যিনি সত্যকে মিথ্যার ওপর বিজয়ী করেন এবং যাঁর অসীম কুদরতেই নিরস্ত্র মুমিনেরা সুসজ্জিত বাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করে। প্রশংসা সেই সত্তার, যাঁর সাহায্য ও মদদ মুমিনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই সিপাহসালার ও বীর সেনানী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি, যিনি বদর থেকে খন্দক পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর ওপর অটল আস্থা রেখে বাতিলের দর্প চূর্ণ করেছেন এবং উম্মাহকে বিজয়ের প্রকৃত পন্থা শিখিয়েছেন।

আফগানিস্তানের মাটিতে দীর্ঘ দুই দশকের লড়াই শেষে বিদেশী দখলদারিত্বের অবসান এবং ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আমরা আমাদের আফগান ভাইদের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ ও বিপ্লবী সালাম পেশ করছি।

এই বিজয় কেবল একটি ভৌগোলিক বিজয় নয়, বরং এটি বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে নিপীড়িত এবং শরীয়ার জন্য লড়াইরত মানুষের জন্য এক বিশাল অনুপ্রেরণা। আমরা বিশ্বাস করি, আফগান জনগণের এই অবিস্মরণীয় সাফল্য প্রমাণ করেছে যে, অদম্য ঈমানি শক্তি এবং ঐক্য থাকলে যেকোনো আধুনিক সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করা সম্ভব। বিদেশী শক্তির বিদায় এবং ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র গঠনের যে সুযোগ আফগান জনগণ লাভ করেছে, তা এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এই



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

জামা'আতুল মুজাহিদ্দীন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব



বিজয় স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাওহীদের পথে আত্মত্যাগ কখনো বৃথা যায় না। প্রতিকূলতা যত বড়ই হোক, ধৈর্য ও সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয় সুনিশ্চিত। আমরা আশা করি, এই পরিবর্তন দক্ষিণ এশিয়াসহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একটি নতুন জাগরণ সৃষ্টি করবে এবং দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সংকটগুলোতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমরা ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের উত্তরোত্তর সাফল্য, শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি। মহান আল্লাহ এই বিজয়কে মজলুম মানবতার মুক্তির উসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমিন



SAHAM AL-HIND

সাহাম আল-হিন্দ মিডিয়া ফাউন্ডেশন